JUN 07 2002

তারিখ ...... ৬ ......
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

দৈনিক ইত্তেফাক

অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কারণে ঘুষ আর দুর্নীতিতে ছেয়ে গেছে শিক্ষা ভবন

রেজানুর রহমান ॥ এক শ্রেণীর অসৎ কর্মকর্তা-কর্মচারীর কারণে শিক্ষা অধিদপ্তর ঘুষ আর দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তি, বদলী, বিধি ভিত্তিক বেতন বৃদ্ধি সংক্রান্ত কাগজপত্র 'ছাড়িয়ে নিতে' এসে নিরীহ শিক্ষক-কর্মচারীদের অনেকেই সর্বস্বান্ত হচ্ছেন। শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এহছানুল হক মিলন নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তির ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে বলেছিলেন, যদি কোন ব্যক্তি প্রমাণ দিতে পারেন ঘুষের বিনিময়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তি হচ্ছে তাহলে তদন্ত বা তদন্তের পরে ঘুষ প্রদানের ৫ গুণ টাকা ফেরত দেয়া হবে। শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছেন শর্ষদীপুরের মাদ্রাসার একজন সাধারণ শিক্ষক। দেলোয়ার হোসেন নামের এই শিক্ষক গত বুধবার শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করে এমপিওভুক্তি বাবদ ঘুষ প্রদানের কথা স্বীকার করেন। দেলোয়ার হোসেনের বক্তব্যঃ শিক্ষা ভবনের কর্মচারী (৫ম পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

শিক্ষা ভবনের সামনে প্রায় প্রতিদিনই নিরীহ শিক্ষক-কর্মচারীদের এভাবেই বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয় -ইত্তেফাক

অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারীদের

(৩য় পৃঃ পর)

সংশ্লিষ্ট মাদ্রাসা এমপিওভুক্ত করিয়ে দেয়ার কথা বলে তার কাছ থেকে ২০ হাজার টাকা ঘুষ নেন। কিন্তু দেলোয়ার হোসেনের অভিযোগ, ইতিমধ্যে মাদ্রাসার ২ জন শিক্ষক-কর্মচারীর এমপিওভুক্তি হয়নি। শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ঘটনা তদন্তের নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, ঘটনার সত্যতা প্রমাণিত হলে দেলোয়ার হোসেনকে ৫ গুণ টাকা প্রদান করা হবে এবং দোষী ব্যক্তির কঠোর শাস্তি হবে। গত বুধবারের ঘটনার পর শিক্ষা ভবনের বিভিন্ন পর্যায়ে দুর্নীতির বিষয় ব্যাপক আলোচিত হয়ে উঠেছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন কর্মকর্তা জানান, এক শ্রেণীর দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা-কর্মচারীর যোগসাজশে শিক্ষা ভবন দুর্নীতির ঘাঁটি হয়ে উঠেছে। এখানে সঠিক কাগজপত্রও ঘুষ ছাড়া 'পাস' করে নেয়া যায় না। দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে নিরীহ শিক্ষক-শিক্ষিকারা এসে বাধ্য হয়ে দিনের অধিক [illegible] 'সাথে' [illegible] করেন। ঘুষ না দিলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থেকেও কোন কাজ হয় না। এমপিওভুক্তি, বদলী অথবা বিধিভিত্তিক বেতন বৃদ্ধির জন্যই শিক্ষকরা শিক্ষা ভবনে ভীড় করেন। ফাইল খুঁজে বের করার জন্যও অনেক সময় ঘুষ দিতে হয়। বিগত কয়েক বছরে শিক্ষা ভবনের উর্ধ্বতন দুর্নীতি রোধ করার জন্য একাধিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সতর্কবাণী প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি।